বিক্রয়ের জন্য নহে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২
ও
পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা
(সর্বশেষ সংশোধনীসহ হালনাগাদকৃত)

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২

(২০১২ সনের ৩৫ নং আইন)

ও

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫

(এস,আর,ও নং ২৩৪-আইন/২০১৫)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা
(সর্বশেষ সংশোধনীসহ হালনাগাদকৃত)

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট, ২০১৫

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	পৃষ্ঠা
০১.	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	০৬
০২.	সংজ্ঞা	০৬
০৩.	পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ	০৬
০৪.	পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণে সীমাবদ্ধতা	০৭
০৫.	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্ট্যাম্পযুক্তকরণ	০৭
০৬.	বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ	০৮
০৭.	বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রস্তুত ও প্রমাণীকরণ পদ্ধতি	০৮
০৮.	সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন-পূর্ব অনুসরণীয় পদ্ধতি ...	০৯
০৯.	অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন-পূর্ব অনুসরণীয় পদ্ধতি ...	১০
১০.	বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	১১
১১.	বিদেশে ব্যবহার্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	১২
১২.	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অবসান পরবর্তী কার্যক্রম	১২
১৩.	দলিল নিবন্ধনের মাধ্যমে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান	১২
১৪.	কোম্পানি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে নোটিশ জারি	১৩
১৫.	বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল বা প্রত্যর্পণের নোটিশ প্রদান	১৩
১৬.	বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি	১৩
১৭.	তফসিল -ক,ফরম-১	১৫
১৮.	তফসিল -ক,ফরম-২	১৭
১৯.	তফসিল- ক,ফরম-৩	১৯
২০.	তফসিল -খ,ফরম-১	২১
২১.	তফসিল -খ,ফরম-২	২২
২২.	তফসিল-খ,ফরম-৩	২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২/০৯ আশ্বিন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২/ ০৯ আশ্বিন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ–

২০১২ সনের ৩৫ নং আইন

Powers-of-Attorney Act, 1882 রহিতক্রমে একটি নূতন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু Powers-of-Attorney Act, 1882 রহিতক্রমে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে কার্য-সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা অর্পণ, উহার রেজিস্ট্রেশন এবং অবসানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধান সম্বলিত, একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(১) এই আইন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

*(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।–বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,–

(১) **"পাওয়ার অব অ্যাটর্নি"** অর্থ এমন কোন দলিল যাহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষে উক্ত দলিলে বর্ণিত কার্য-সম্পাদনের জন্য আইনানুগভাবে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা অর্পণ করেন;

(২) **"পণ মূল্য"** অর্থ কোন ভূমি উন্নয়নের নিমিত্ত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার গ্রহীতা যে অংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন উহার বাজার মূল্য ও পাওয়ার দাতা কর্তৃক গৃহীত কোন অর্থ, যদি থাকে, যাহা দলিলের মূল্য হিসাবে গণ্য হয়;

(৩) **"ব্যক্তি"** অর্থে যে কোন ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সমবায় সমিতিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

---

*এস, আর, ও নং ১৯৭-আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৬ জুন, ২০১৩ ইং দ্বারা ১৭ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

(৪) **"অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক প্রদানের জন্য প্রদত্ত কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অথবা স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে পণ মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে ভূমি উন্নয়নসহ উক্ত দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি;

(৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(৬) **"ভূমি উন্নয়ন"** অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়ের নিমিত্ত আবাসিক বা বাণিজ্যিক প্লট প্রস্তুত, অথবা এপার্টমেন্ট বা মিশ্র ফ্লোর স্পেস বা ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে কোন প্লট বা ভূমির উন্নয়ন;

(৭) **"সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি"** অর্থ দফা (৪) এ উল্লিখিত বিষয়ে সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যতিত অন্য কোন বিষয়ে সম্পাদিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি;

(৮) **"রেজিস্ট্রেশন আইন"** অর্থ Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908)।

৩। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগ**।–এই আইনে বর্ণিত হয় নাই কিন্তু অন্য কোন আইনে বর্ণিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সংক্রান্ত কোন বিধান, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৪। **অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ, ইত্যাদি**।–(১) পণ মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত অপ্রত্যাহারযোগ্য প্রতিটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকিবে এবং উক্ত মেয়াদে উহা অপ্রত্যাহারযোগ্য শর্তে বহাল থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরও পাওয়ার গ্রহীতার অংশের বিক্রয়, বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে বন্ধকী দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হইবে না এবং উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বহাল আছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান সত্ত্বেও, পাওয়ার অব অ্যাটর্নির উদ্দেশ্য বা শর্ত ব্যাহত বা কোন পক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হইলে রেজিস্টার্ড ডাকের মাধ্যমে পাওয়ার দাতা বা গ্রহীতা ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক উক্ত দলিলে প্রদত্ত ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং উক্ত নোটিশের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নথিভুক্তকরণের নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৩ এর বিধান মোতাবেক কোন পদক্ষেপ গৃহীত হইলে উহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দলিলে প্রদত্ত ক্ষমতার অবসান ঘটানো যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে ধারা ১৩ এর বিধান মোতাবেক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির কার্যকরতা স্থগিত হইয়া থাকিবে।

(৫) পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতা সম্মতির ভিত্তিতে রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উহার মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মেয়াদ অবসান হইবার পূর্বে পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতার মৃত্যু হইলে বা তাহারা আইনগতভাবে দলিল সম্পাদনে অক্ষম হইলে উক্ত মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশ বা স্থলবর্তীর উপর দলিল হইতে উদ্ভূত দায় বা অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্পিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, একক গ্রহীতার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৫। **নোটিশ জারী, ইত্যাদি**।–(১) এই আইনের অধীন কোন নোটিশ কোন পক্ষ বা ব্যক্তির উপর জারী করা প্রয়োজন হইলে এবং জারীর বিষয়ে পক্ষগণ ভিন্নভাবে সম্মত না হইলে, উক্ত নোটিশ সেই পক্ষ বা ব্যক্তির উপর জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি–

(ক) উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা তাহার স্বাভাবিক বাসস্থান বা অন্য কোনভাবে তাহার চিঠির ঠিকানায় সরবরাহ করা হইয়া থাকে; এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত কোন জায়গায় স্বাভাবিক অনুসন্ধানের পরও তাহাকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে সর্বশেষ জ্ঞাত ব্যবসায়িক, বাসস্থান বা চিঠির ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রেরিত হয় এবং উহাতে উক্তরূপে প্রেরণের প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) নোটিশ যে তারিখে, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ বা প্রেরণ করা হইবে সেই তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৬। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন**।–(১) রেজিস্ট্রেশন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক এবং রেজিস্ট্রেশন আইনের section 52A এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিতব্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে অবশ্যই পাওয়ারদাতার উদ্দেশ্য এবং পাওয়ারগ্রহীতার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সুস্পষ্ট বিবরণ থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিতব্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতার ১ (এক) কপি করিয়া ছবি স্থায়ীভাবে সংযুক্ত এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসরত পাওয়ার দাতার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, রেজিস্ট্রেশন আইনের section 33 এর sub-section (1)(c) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৫) পাওয়ারদাতা বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করিলে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল সম্পাদনের সময় পাওয়ারদাতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন সংযুক্তকৃত পাওয়ার গ্রহীতার ছবি, স্বাক্ষরপূর্বক সনাক্ত করিবেন।

(৬) বিদেশে সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রমাণীকরণ (Authentication) অন্তেঃ উহা Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) এর section 18 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োজনীয়রূপে স্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্ট্যাম্পযুক্ত হওয়ার পর উহার একটি কপি কালেক্টর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং উক্তরূপে কোন কপি প্রেরণ করা হইলে উহা, রেজিস্ট্রেশন আইনের section 89 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার ১ নং বহিতে নথিভুক্ত করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। **পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মের আইনগত ফলাফল।**–পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত বা কৃত বা উহার ফলপ্রসূত কোন বাধ্যবাধকতা এমনভাবে বলবৎ হইবে যেন স্বয়ং পাওয়ারদাতা উক্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

৮। **যৌথদাতার একজনের মৃত্যুর পরিণাম।**–অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইবার পূর্বে কোন পাওয়ারদাতার মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশগণ এমনভাবে মৃত পাওয়ারদাতার স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং কার্য-সম্পাদন করিবেন যেন পাওয়ারদাতার মৃত্যু হয় নাই।

৯। **যৌথগ্রহীতার একজনের মৃত্যুর পরিণাম।**–অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ারগ্রহীতা একাধিক হইলে, উহাদের কোন একজনের মৃত্যুতে, উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল হইবে না বরং উহা অবশিষ্ট জীবিত পাওয়ারগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন ও বলবৎ থাকিবে।

১০। **মৃত্যু, ইত্যাদি সম্পর্কে অবগতি ব্যতিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অধীন অর্থ প্রদান।**– পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দাতার মৃত্যু, মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়াত্ব, অসচ্ছলতা বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান সম্পর্কে অবগত না থাকিয়া কেহ সরল বিশ্বাসে কোন অর্থ প্রদান বা কার্য করিলে, উক্ত ব্যক্তি পাওয়ারদাতার নিকট হইতে যে প্রতিকার লাভ করিত পাওয়ারগ্রহীতার নিকট হইতেও অনুরূপ প্রতিকার লাভ করিবে।

১১। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান।**–(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান ঘটিবে, যথা ঃ–

(ক) কোন নির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদিত হইলে উক্ত কার্য সম্পাদিত হইবার পর বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহা সম্পাদিত হইলে উক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জিত বা হাসিল হইবার পর;

(খ) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদিত হইলে, উক্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর;

(গ) যে বিষয়বস্তুর উপর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করা হয় সেই বিষয়বস্তুর বিনাশ বা অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিলে;

(ঘ) অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যতিত অন্যান্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে বা পাওয়ারদাতার আইনী স্বত্বা (legal entity) বিলুপ্ত হইলে।

(২) সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দাতা উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে পাওয়ারগ্রহীতাকে রেজিস্টার্ড ডাকের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক, প্রদত্ত ক্ষমতার অবসান ঘটাইতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে অবসান ঘটাইবার নোটিশ জারীর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বলে কৃত সকল কার্যাদি বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) পাওয়ারগ্রহীতা উপ-ধারা (২) এর অনুরূপভাবে পাওয়ারদাতাকে রেজিস্টার্ড ডাকের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক পাওয়ার অব অ্যাটর্নির দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

১২। **রেজিস্ট্রেশন ফি, ইত্যাদি**।–এই আইনের অধীন সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ফি রেজিস্ট্রেশন আইনের section 78 অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বিরোধ নিষ্পত্তি**।–(১) রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন রেজিস্ট্রিকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হইতে উদ্ভূত যে কোন বিরোধ পক্ষগণ প্রথমে নিজেদের মধ্যে আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আপোষ মিমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণের পর যদি কোন পক্ষের অসহযোগিতার কারণে উহা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে অপরপক্ষ বিবাদমান বিষয়টি একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অপরপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপক উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ প্রেরকের সহিত যৌথভাবে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করিবেন।

(৪) পক্ষগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত পক্ষগণসহ তাহাদের মাধ্যমে বা অধীনে দাবীদার যে কোন ব্যক্তির উপর বাধ্যকর হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন পক্ষের আপত্তি উত্থাপনের অধিকার থাকিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিয়োগে ব্যর্থ হইলে যে কোন পক্ষ বিবাদমান বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কোন উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।–সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। **আইনের ইংরেজি অনূদিত পাঠ**।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।–(১) Powers-of-Attorney Act, 1882 (Act VII of 1882) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৩ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও ২৩৪-আইন/২০১৫।—পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৫নং আইন) এর ধারা ১৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) "আইন" অর্থ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৫নং আইন);

(২) "উপযুক্ত কর্মকর্তা" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 33 এ উল্লিখিত যে কোন কর্মকর্তা;

(৩) "কালেক্টর" অর্থ General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897) এর section 3 এর sub-section (10) এ সংজ্ঞায়িত কোন জেলার রাজস্ব প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা, এবং উক্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারও উহার অন্ত র্ভুক্ত হইবেন;

(৪) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৫) "পাওয়ারদাতা" অর্থ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল সম্পাদনকারী;

(৬) "পাওয়ারগ্রহীতা" বা "অ্যাটর্নি" অর্থ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল সম্পাদনকারী কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(৭) "বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি" অর্থ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন আইনের section 33 এর অধীন প্রস্তুতকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি;

(৮) "রেজিস্ট্রেশন আইন" অর্থ Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908); এবং

(৯) "স্ট্যাম্প আইন" অর্থ Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899)।

৩। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ।**—পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে উহাতে নিম্নবর্ণিত সকল বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা :—

(ক) পাওয়ারদাতার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়;

(খ) পাওয়ার গ্রহীতার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা, যদি থাকে;

(গ) পাওয়ার অব অ্যাটর্নির নির্দিষ্ট মেয়াদ, যদি থাকে;

(ঘ) প্রদেয় ক্ষমতা শর্তাধীন হইলে উহার সুস্পষ্ট বিবরণ;

(ঙ) ক্ষমতা প্রদানের বা নির্বাহের বিবরণ, যদি উহা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে প্রদেয় হয়; অথবা যদি উহা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে, বা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই নির্বাহিত হয়;

(চ) আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;

(ছ) স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;

(জ) রেজিস্ট্রেশন আইনের section 52A তে বিধৃত বিষয়ের বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।

৪। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণে সীমাবদ্ধতা**।—আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালার অধীন পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কোন ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না, যথা :—

(১) উইল সম্পাদন, বা দাতা কর্তৃক সম্পাদিত উইল নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে দাখিলকরণ;

(২) দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাপত্র সম্পাদন; বা দাতা কর্তৃক সম্পাদিত দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাপত্র নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে দাখিলকরণ;

(৩) দান ও হেবা সম্পর্কিত ঘোষণা সম্পাদন;

(৪) ট্রাস্ট দলিল সম্পাদন; এবং

(৫) সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ঘোষিত অন্য প্রকার দলিল বা কার্য সম্পাদন।

৫। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্ট্যাম্পযুক্তকরণ**।—(১) বাংলাদেশে সম্পাদিত কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং উহার প্রত্যেক প্রতিলিপির ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প আইনের Schedule I এর Serial No. 48 ও Serial No. 25 অনুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে।

(২) বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত প্রত্যেক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং উহার প্রত্যেক প্রতিলিপি, বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশের পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে স্ট্যাম্প আইনের Schedule I এর Serial No. 48 ও Serial No. 25 অনুসারে যথাযথরূপে স্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে অথবা, ক্ষেত্রমত, Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974 (Act No. LXXI of 1974) অনুসারে উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে।

(৩) কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে, যদি একাধিক পাওয়ারদাতা পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা প্রদান করেন, অথবা পাওয়ারগ্রহীতা পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য-সম্পাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প আইনের section 5 অনুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির আইনগত প্রকৃতি উহার বিষয়বস্তু দ্বারা নির্ধারিত হইবে, উহাতে প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক দ্বারা নহে।

৬। **বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ**।–(১) বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে, যথা :–

(ক) যেক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা স্বয়ং কোন দলিল সম্পাদন করেন, কিন্তু পাওয়ারগ্রহীতা উক্ত দলিল নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়ে দাখিলপূর্বক পাওয়ারদাতার পক্ষে সম্পাদন স্বীকার করেন; বা

(খ) যেক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক সম্পাদিত কোন দলিল পাওয়ারগ্রহীতা উপযুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়ে দাখিল করেন; বা

(গ) যেক্ষেত্রে পাওয়ারদাতার অনুকূলে সম্পাদিত কোন দলিল পাওয়ারগ্রহীতা উপযুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়ে দাখিল করেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধি ৭ এ বিধৃত পদ্ধতিতে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণীকরণ (Authentication) করিতে হইবে।

৭। **বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রস্তুত ও প্রমাণীকরণ পদ্ধতি**।–(১) এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-১ অনুসরণক্রমে বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ প্রস্তুতকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, প্রমাণীকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পাওয়ারদাতা কর্তৃক দাখিলপূর্বক তাহার সম্মুখে সম্পাদন করিতে হইবে, অথবা যদি দলিলটি পূর্বেই পাওয়ারদাতা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্মকর্তার সম্মুখে উহা পুনঃ সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের পাসপোর্ট আকারের (সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি গৃহীত) রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহার উপর আড়াআড়িভাবে তাহাদের স্ব স্ব স্বাক্ষর ও টিপসহি প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পক্ষ–

(ক) নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; অথবা

(খ) টিপসহি প্রদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্তরূপ দলিলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, কাগজ-পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা :–

(ক) পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের ফটোকপি;

(খ) পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয়, এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য, সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ;

(গ) আর্থিক দায় ও দায়িত্ব, যদি থাকে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ।

৮। **সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন-পূর্ব অনুসরণীয় পদ্ধতি।**–(১) এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-১ অনুসরণক্রমে সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের পাসপোর্ট আকারের (সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি গৃহীত) রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহার উপর আড়াআড়িভাবে তাহাদের স্ব স্ব স্বাক্ষর ও টিপসহি প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পক্ষ–

(ক) নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; অথবা

(খ) টিপসহি প্রদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্তরূপ দলিলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, কাগজ-পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা :–

(ক) পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের ফটোকপি;

(খ) দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ;

(গ) আর্থিক দায় ও দায়িত্ব, যদি থাকে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(ঙ) প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ, যদি থাকে;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন section 52A তে বিধৃত বিষয়ের বিবরণ;

(ছ) পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোন তথ্য বা বিশেষ শর্ত;

(জ) স্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-২ অনুসরণক্রমে পাওয়ারদাতা প্রদত্ত হলফনামা।

৯। **অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন-পূর্ব অনুসরণীয় পদ্ধতি।**–(১) এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-১ অনুসরণক্রমে পণমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে বা পণমূল্য ব্যতীত অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের পাসপোর্ট আকারের (সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি গৃহীত) রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহার উপর আড়াআড়িভাবে তাহাদের স্ব স্ব স্বাক্ষর ও টিপসহি প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পক্ষ–

(ক) নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; অথবা

(খ) টিপসহি প্রদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্তরূপ দলিলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, কাগজ-পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা :–

(ক) পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের ফটোকপি;

(খ) দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ;

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল পরিচয়; অথবা স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে পণমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে ভূমি উন্নয়নসহ দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ যে ভূমির উন্নয়ন করা হইবে উহার তফসিল পরিচয় ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত বিবরণ; অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা;

(ঘ) ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর পাওয়ারগ্রহীতা উহা হইতে অর্জিত যে অংশ প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ;

(ঙ) আইনের ধারা ২(২) অনুসারে সম্পত্তির পণমূল্য;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোন অর্থ, যদি থাকে, বা কোন আর্থিক লেনদেন, যদি হয়, তবে উহার বিবরণ;

(ছ) প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ;

(জ) রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন section 52A তে বিধৃত বিষয়ের বিবরণ;

(ঝ) পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোন তথ্য বা বিশেষ শর্ত;

(ঞ) এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-২ অনুসরণক্রমে পাওয়ারদাতা প্রদত্ত হলফনামা।

১০। **বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি**।–(১) বাংলাদেশের বাহিরে বিশেষ, সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য প্রত্যেক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল, এই বিধিমালার তফসিল ক এর ফরম-৩ অনুসরণক্রমে, দুই প্রস্থে, মূল ও প্রতিলিপি আকারে, প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ দলিলে পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের পাসপোর্ট আকারের (সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি গৃহীত) রঙীন ছবি সংযুক্তক্রমে উভয় ছবি সনাক্তপূর্বক পাওয়ারদাতাকে আড়াআড়িভাবে দস্তখত ও টিপসহি প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পাওয়ারদাতা নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন বা টিপসহি প্রদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিষয়ে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক মন্তব্যসহ উভয় ছবি সনাক্তপূর্বক পাওয়ারদাতার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মূল ও প্রতিলিপি, প্রমাণীকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পাওয়ারদাতা কর্তৃক দাখিলপূর্বক তাহার সম্মুখে সম্পাদন করিতে হইবে, অথবা যদি উহা পূর্বেই পাওয়ারদাতা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্মকর্তার সম্মুখে তাহাকে উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মূল ও প্রতিলিপি পুনঃ সম্পাদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্তরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতার পাসপোর্টের বিবরণসহ বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলের ক্ষেত্রে বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৪), সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলের ক্ষেত্রে বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৩) এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলের ক্ষেত্রে বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, কাগজ-পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) পাওয়ারগ্রহীতা, উক্তরূপ প্রমাণীকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও উহার প্রতিলিপি বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশের পর,

(ক) ২ (দুই) মাসের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিলপূর্বক উক্ত কর্মকর্তা দ্বারা উল্লিখিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও উহার প্রতিলিপির সত্যায়ন কার্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন;

(খ) ৩ (তিন) মাসের মধ্যে স্ট্যাম্প আইনের বিধান অনুসারে স্ট্যাম্পযুক্তকরণের, বা ক্ষেত্রমত, Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974 (Act No. LXXI of 1974) অনুসারে স্ট্যাম্পশুল্ক পরিশোধের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং উক্তক্ষেত্রে স্ট্যাম্প আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(গ) ৪ (চার) মাসের মধ্যে উক্ত মূল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে যথাযথ ফিসহ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার এর নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্তক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১১। **বিদেশে ব্যবহার্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি।**–(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা প্রমাণীকৃত প্রত্যেক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি যাহা বাংলাদেশের বাহিরে কোন দেশ বা স্থানে ব্যবহৃত হইবে, উহা Notaries Ordinance, 1961 (Ordinance No. XIX of 1961) এর section 8 অনুসারে বাংলাদেশের কোন এখতিয়ার সম্পন্ন নোটারী পাবলিক দ্বারা সত্যায়িত, সিলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সত্যায়িত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাংলাদেশের বাহিরে কোন দেশ বা স্থানে ব্যবহারের পূর্বে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক যাচাই ও প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

১২। **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অবসান পরবর্তী কার্যক্রম।**–(১) আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল হইলে বা উহার অবসান ঘটিলে বিষয়টি অনতিবিলম্বে পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতা বা তাহাদের বৈধ প্রতিনিধি বা অন্য কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তফসিল খ এর ফরম-১ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত একটি নোটিশ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার এর নিকট তাহার কার্যালয়ে ১ নং বহিতে নথিভুক্তকরণের নিমিত্ত বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন পাওয়ারদাতা কর্তৃক পাওয়ারগ্রহীতার ক্ষমতার অবসান ঘটানো হইলে, অথবা উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীন পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক দায়িত্ব পরিত্যাগ করা হইলে, পাওয়ারদাতা বা, ক্ষেত্রমত, পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক তফসিল খ এর ফরম-২ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত নোটিশের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার এর নিকট তাহার কার্যালয়ে ১নং বহিতে নথিভুক্তকরণের নিমিত্ত বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত দাখিল করিতে হইবে।

১৩। **দলিল নিবন্ধনের মাধ্যমে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান।**–(১) নিম্নবর্ণিত যে কোন দলিল নিবন্ধনের কারণে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান ঘটিবে, যথা :–

(ক) পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতা, উভয়পক্ষের সম্মতিতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি রদের নিমিত্ত কোন দলিল; বা

(খ) সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলে পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা রদের বা পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা পরিত্যাগের শর্ত উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে, উক্তরূপ রদ বা পরিত্যাগের ঘোষণা সংক্রান্ত দলিল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দলিল নিবন্ধনের কারণে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অবসানের ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক অনতিবিলম্বে উক্ত নিবন্ধিত দলিলের সহিমোহরকৃত নকল সহযোগে তফসিল খ এর ফরম-৩ অনুসরণক্রমে প্রস্তুতকৃত একটি নোটিশ উপযুক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির নিকট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে।

১৪। **কোম্পানি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে নোটিশ জারি।**–আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতা যদি–

(ক) কোন কোম্পানি, সমিতি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমবায় সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে–

(অ) উক্তরূপ কোম্পানি, সমিতি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমবায় সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক বা সেক্রেটারি বা প্রধান কর্মকর্তার উপর, বা

(আ) প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদযুক্ত রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে উক্তরূপ কোম্পানি, সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা এইরূপ নিবন্ধিত কার্যালয় না থাকিলে যে স্থানে উক্ত কোম্পানি, সমিতি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমবায় সমিতি বা প্রতিষ্ঠান তাহাদের ব্যবসায়িক কাজ-কর্ম পরিচালনা করেন, সেই স্থানে,

(খ) কোন অংশীদারি কারবার সম্পর্কিত ফার্ম হয়, তাহা হইলে–

(অ) উহার এক বা একাধিক অংশীদারের উপর, বা

(আ) নোটিশ জারির সময় উহার প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির উপর,

(গ) একক ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে–

(অ) পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতার উপর, বা

(আ) পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতার আবাসস্থলে বা উক্তরূপ ব্যক্তি সাধারণত যেখানে বসবাস করেন বলিয়া জানা যায় সেই ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকারের রশিদযুক্ত রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে, নোটিশ জারি করা হইলে, উহা যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল বা প্রত্যর্পণের নোটিশ প্রদান।**–বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কোন পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতাকে, বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নোটিশ দ্বারা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অবসান বা প্রত্যর্পণের নিমিত্ত, বিধি ১০ এর অধীন পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে একজন অ্যাটর্নি নিয়োগ করিতে হইবে।

১৬। **বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**–(১) আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী–

(ক) নিয়োগপ্রাপ্তির ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে সকল বিবদমান পক্ষের উপস্থিতিতে কোন নিরপেক্ষ স্থানে একটি মীমাংসা বৈঠকের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন, এবং বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত উক্তরূপ বৈঠক অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সহিত যৌথভাবে ও প্রয়োজনে পৃথকভাবে যোগাযোগক্রমে মৌখিক শুনানি বা দালিলিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিরোধ মীমাংসার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন, এবং বিরোধ মীমাংসার সম্ভাব্য শর্ত বা শর্তসমূহ নির্ধারণ করিবেন;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত কার্যক্রম সফল হওয়া সাপেক্ষে, পরবর্তী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে বিরোধের প্রকৃতি অনুসারে মীমাংসা সম্পর্কিত একটি লিখিত খসড়া প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে বিরোধ মীমাংসার নিয়ম ও শর্তসমূহের উল্লেখ থাকিবে;

(ঘ) দফা (গ) অনুসারে প্রস্তুতকৃত মীমাংসার চুক্তি বা রোয়েদাদ সম্পর্কিত খসড়া অবিলম্বে বিবদমান পক্ষগণের জ্ঞাতার্থে প্রদান করিবেন, এবং উক্তরূপ মীমাংসার চুক্তি বা রোয়েদাদ দলিলে বর্ণিত শর্ত বা শর্তসমূহ পক্ষগণ কর্তৃক গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে উহা চূড়ান্ত করিবেন; এবং

(ঙ) উক্তরূপ মীমাংসার চুক্তিপত্র দলিল বা রোয়েদাদ দলিল স্ট্যাম্প আইনের বিধান অনুসারে স্ট্যাম্পযুক্ত করিয়া উহাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন, এবং রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের নিমিত্ত উক্তরূপ দলিল সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আইন বা এই বিধির অধীন পরিচালিত মীমাংসা কার্যক্রমের ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট যে কোন পক্ষ বিবদমান বিষয়টি নিষ্পত্তির নিমিত্ত স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত আদালতে বিরোধের মীমাংসা বা অন্য কোন আদেশ প্রার্থনা করিয়া এইরূপভাবে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন যেন মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই বা বিরোধ নিষ্পত্তির শর্ত বা শর্তসমূহ গৃহীত হয় নাই।

(২) আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধি মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতীত উপযুক্ত কোন আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত না হইলে, উক্তরূপ বিরোধের মীমাংসা হউক বা না হউক, এতদুদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় বিবদমান পক্ষগণ কর্তৃক সমহারে প্রদেয় হইবে।

তফসিল ক

ফরম- ১

বিশেষ, সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি

[বিধি ৭(১), ৮(১) বা ৯(১) দ্রষ্টব্য]

[দ্রষ্টব্য : (১) নিম্নবর্ণিত ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ বিবরণের পার্শ্বে যথাক্রমে পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতার পাসপোর্ট আকারের সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহাতে আড়াআড়িভাবে তাহাদের স্ব স্ব স্বাক্ষর ও টিপ প্রদান করিতে হইবে, যদি কেহ নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; (২) স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা সম্বলিত সাধারণ ও অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে হলফনামা প্রদান করিতে হইবে; (৩) দলিলের প্রকৃতি অনুসারে যে সকল অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হইবে না উহার/উহাদের পার্শ্বে 'প্রযোজ্য নয়' উল্লেখ করিতে হইবে; (৪) "পরিচিতি" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 2 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত "addition" এর সংজ্ঞা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি।]

ক্রমিক নম্বর ...	বহি নম্বর ...	দলিল নম্বর ...	সন ...	তারিখ ...	(যাহা প্রযোজ্য)
কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা :					

দলিলের প্রকৃতি	মৌজা	থানা/উপজেলা	জেলা	পণমূল্য (যদি থাকে)

১। সম্পাদনের তারিখ :

২। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও পরিচিতি :

৩। পাওয়ার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও পরিচিতি :

৪। পাওয়ারদাতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের বা জন্ম-নিবন্ধন সনদের বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পাসপোর্টের নম্বরসহ উহার ফটোকপি :

৫। দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিশেষ, সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ :

৬। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে বন্ধক প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, উহার বিবরণ ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের

বিস্তারিত বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা :

৭। ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর উহা হইতে অর্জিত যে অংশ পাওয়ারগ্রহীতা প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ:

৮। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২(২) অনুসারে সম্পত্তির পণমূল্য:

৯। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোন অর্থ, যদি থাকে, বা কোন আর্থিক লেনদেন, যদি হয়, তবে উহার বিবরণ:

১০। আর্থিক দায় ও দায়িত্ব, যদি থাকে, উহার বিবরণ:

১১। প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে:

১২। পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কিনা উহার বিবরণ; এবং নিযুক্ত অ্যাটর্নি একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে অথবা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা উহার বিবরণ:

১৩। পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোন তথ্য বা বিশেষ শর্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে:

১৪। পাওয়ারগ্রহীতার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর:

১৫। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও স্বাক্ষর :

১৬। অন্যূন ২(দুই) জন সাক্ষীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর :

১৭। মুসাবিদাকারী বা লেখকের নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১৮। পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা :

১৯। কর্মকর্তার নাম, পদবিযুক্ত সিল ও তারিখসহ স্বাক্ষর :

তফসিল ক

ফরম- ২

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা সম্বলিত সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা

[বিধি ৮(৩)(জ) বা ৯(৩)(ঞ) দ্রষ্টব্য]

হলফনামা

[রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১৪২ নং আদেশ, ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের section 52A(g) এবং ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের section 53E অনুসারে প্রদত্ত হলফনামা]

বরাবর

.... (যে কর্মকর্তার সম্মুখে হলফনামা দাখিল হইবে তাহার পদবি ও ঠিকানা)।

হলফকারী/হলফকারীগণের নাম, পরিচিতি ও বয়স ....

এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশের (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিক হইলে উক্ত দেশের নাম) নাগরিক।

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে,

(ক) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ৮) এর অধীন ক্রোকের আওতাধীন নহে;

(খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ১৬) এর অর্থানুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে;

(গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানের সহিত সাংঘর্ষিক নহে;

(ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং (লিমিটেশন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ৯৮) এর অনুচ্ছেদ ৫এ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য নহে; এবং

(চ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা অবমূল্য করা হয় নাই এবং উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।

আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে,

আমি/আমরা হস্তান্তরাধীন জমির নিরঙ্কুশ মালিক। অন্য পক্ষের সহিত বায়না চুক্তি স্বাক্ষর করি নাই বা অন্য কোথাও বিক্রয় করি নাই বা অন্য কোন পক্ষের নিকট বন্ধক রাখি নাই। এই সম্পত্তি সরকারি খাস/অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয় বা অন্য কোনভাবে সরকারের উপর বর্তায় নাই। দলিলে বর্ণিত কোন তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য আমি/আমরা দায়ী হইব এবং আমি/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাইবে। হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে কোন ভুল, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে প্রয়োজনে নিজ খরচায় ভুল শুদ্ধ করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নূতন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। উল্লেখ্য দলিলে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কম দেখানো হয় নাই।

দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার/আমাদের বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল আছে এবং প্রদত্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। তারিখ :

হলফকারী/হলফকারীগণের স্বাক্ষর।

শনাক্তকারীর ঘোষণা :

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হলফকারী/হলফকারীগণ আমার পরিচিত এবং আমার সম্মুখে তিনি/তাহারা দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন (বা আমি তাহার বা তাহাদের বা ... নং ক্রমিকধারী হলফকারীর নাম বকলমে লিখিয়া দিয়াছি)।

শনাক্তকারীর স্বাক্ষর।

তফসিল ক

ফরম-৩

বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রমাণীকরণ

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

[দ্রষ্টব্য : (১) নিম্নবর্ণিত ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ বিবরণের পার্শ্বে যথাক্রমে পাওয়ারদাতা ও পাওয়ারগ্রহীতার পাসপোর্ট আকারের সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উভয় ছবি পাওয়ারদাতা কর্তৃক শনাক্তপূর্বক তাহাকে ছবির উপর আড়াআড়িভাবে নিজ দস্তখত ও টিপসহি প্রদান করিতে হইবে, যদি তিনি নাম স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার পরিচিত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নাম বকলমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; (২) যে সকল অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হইবে না উহার/উহাদের পার্শ্বে 'প্রযোজ্য নয়' উল্লেখ করিতে হইবে; (৩) দলিলে স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা থাকিলে উহা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতার পক্ষে পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক হলফনামা প্রদান করিতে হইবে; (৪) "পরিচিতি" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 2 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত "addition" এর সংজ্ঞা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি।]

ক্রমিক নম্বর ... তারিখ ...

সংশ্লিষ্ট নোটারি পাবলিক, বা কোন কোর্ট, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশের কনসাল বা ভাইস কনসাল বা সরকারের প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা :

ক্রমিক নম্বর ... বহি নম্বর ... দলিল নম্বর ... সন ... তারিখ ...

সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা :

দলিলের প্রকৃতি	মৌজা	থানা/উপজেলা	জেলা	পণমূল্য (যদি থাকে)

১। সম্পাদনের তারিখ :

২। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও পরিচিতি :

৩। পাওয়ার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও পরিচিতি :

৪। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের পাসপোর্টের বিবরণ :

৫। পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিশেষ, সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য ও প্রদেয় ক্ষমতার বিবরণ এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ :

৬। এই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলটি বিধি মোতাবেক পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশের কোন উপযুক্ত সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রির নিমিত্ত দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ :

৭। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে বন্ধক প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, উহার বিবরণ ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; (প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন আইনের section 52A তে বিধৃত বিষয়াদি সন্নিবেশ করিতে হইবে); অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা :

৮। ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর উহা হইতে অর্জিত যে অংশ পাওয়ারগ্রহীতা প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ :

৯। আইনের ধারা ২(২) অনুসারে সম্পত্তির পণমূল্য;

১০। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোন অর্থ, যদি থাকে, বা কোন আর্থিক লেনদেন, যদি হয়, তবে উহার বিবরণ;

১১। আর্থিক দায় ও দায়িত্ব, যদি থাকে, উহার বিবরণ :

১২। প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ, যদি থাকে :

১৩। পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কিনা উহার বিবরণ; এবং নিযুক্ত অ্যাটর্নি একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে অথবা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা উহার বিবরণ:

১৪। পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোন তথ্য বা বিশেষ শর্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে :

১৫। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও স্বাক্ষর :

১৬। এডভোকেট বা সলিসিটর বা দলিল মুসাবিদাকারীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা :

১৮। উপযুক্ত কর্মকর্তার নাম, পদবিযুক্ত সিল ও তারিখসহ স্বাক্ষর :

তফসিল খ

ফরম-১

পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান সংক্রান্ত অবহিতকরণ নোটিশ

[বিধি ১২(১) দ্রষ্টব্য]

[**দ্রষ্টব্য :** (১) এই নোটিশে নোটিশপ্রদানকারীর পাসপোর্ট আকারের সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহাতে আড়াআড়িভাবে তাহার স্বাক্ষর ও টিপ প্রদান করিতে হইবে; (২) "পরিচিতি" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 2 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত "addition" এর সংজ্ঞা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি।]

নথিভুক্তির ক্রমিক নং ...	তারিখ ...
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা :	

প্রতি

(যে কর্মকর্তা বরাবরে নোটিশ দাখিল করা হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা) সমীপে—

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, বিগত ... ... তারিখে নিম্নবর্ণিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসানের কারণে এই নোটিশখানি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১২(১) এর অধীন নথিভুক্তির নিমিত্ত আপনার কার্যালয়ে দাখিল করা হইল।

১। নোটিশ দাখিলের তারিখ :

২। নোটিশ প্রদানকারীর (পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতা বা বৈধ প্রতিনিধি বা কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি) নাম ও পরিচিতি:

৩। সংশ্লিষ্ট পাওয়ার অব অ্যাটর্নি যে কার্যালয়ে নিবন্ধিত বা প্রমাণীকৃত, উহার নাম ও ঠিকানা :

৪। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিবন্ধন বা প্রমাণীকরণের নম্বর, সন ও তারিখ :

৫। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বাতিল বা অবসানের কারণ ও তারিখ :

৬। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল বা অবসান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৭। পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৮। অন্য কোন প্রাসঙ্গিক মন্তব্য (যদি থাকে) :

৯। নোটিশ প্রদানকারী প্রদত্ত ঘোষণা : আমি (২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে নোটিশ প্রদানকারীর নাম ও পিতার নাম) ... ... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই নোটিশে প্রদত্ত ও বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক।

১০। নোটিশ প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর :

১১। অন্যূন ২(দুই) জন সাক্ষীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর :

১২। এডভোকেট বা সলিসিটর বা দলিল মুসাবিদাকারীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

তফসিল খ

ফরম-২

পাওয়ার প্রত্যাহার বা সমর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ

[বিধি ১২(২) দ্রষ্টব্য]

[দ্রষ্টব্য : এই নোটিশে নোটিশপ্রদানকারীর পাসপোর্ট আকারের সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহাতে আড়াআড়িভাবে তাহার স্বাক্ষর ও টিপ প্রদান করিতে হইবে; (২) "পরিচিতি" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 2 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত "addition" এর সংজ্ঞা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি।]

ক্রমিক নং ...	তারিখ ...
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা :	

জনাব ... ... (প্রাপকের নাম, পরিচিতি ও ঠিকানা) সমীপে-

আমি (পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতার নাম, পরিচিতি ও ঠিকানা) ... ... এতদ্দ্বারা আপনাকে এই মর্মে নোটিশ দিতেছি যে, নিম্নে উল্লিখিত ১নং তফসিলে বর্ণিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল দ্বারা আমি আপনাকে আমার অ্যাটর্নিরূপে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম (বা আমি আপনার অ্যাটর্নিরূপে নিযুক্ত হইয়া কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম)।

২। বর্তমানে অনিবার্য কারণে (বা সুনির্দিষ্ট কোন কারণে) উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার (বা সমর্পণ) করা একান্ত আবশ্যক হওয়ায় এই নোটিশ দ্বারা আমি উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলমূলে প্রদত্ত (বা উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলমূলে প্রাপ্ত)

ক্ষমতা এতদ্বারা সম্পূর্ণ/আংশিকরূপে প্রত্যাহার (বা সমর্পণ) করিলাম। [প্রদত্ত ক্ষমতা আংশিকরূপে প্রত্যাহার করা হইলে উহার সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে।]

৩। উল্লেখ্য, উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল নিবন্ধন/প্রমাণীকরণের ফলে কোন প্রকার বিরোধের উদ্ভব হয় নাই বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর ১৩ ধারা এর বিধান মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির কোন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই।

সেমতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী এই নোটিশ আপনার জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অদ্য ... ... তারিখে আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে (বা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা ... ... মাধ্যমে) প্রেরিত হইল।

১নং তফসিল : পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বিবরণ

১। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও পরিচিতি :

২। পাওয়ারগ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও পরিচিতি :

৩। যে কার্যালয়ে নিবন্ধিত বা প্রমাণীকৃত হইয়াছে উহার নাম ও ঠিকানা :

৪। নিবন্ধন বা প্রমাণীকরণের নম্বর, সন ও তারিখ :

২নং তফসিল : তফসিল বর্ণনা

১। জেলা, উপজেলা, থানা, মৌজার নাম ও জে. এল নম্বর :

২। সি.এস; এস. এ; আর. এস; বি. এস; মহানগর জরিপ ও খারিজা (যাহা প্রযোজ্য) খতিয়ান ও তদানুযায়ী দাগ নম্বর :

৩। সম্পত্তির শ্রেণি, পরিমাণ ও চৌহদ্দি :

৪। অন্য কোন বিবরণ (যদি থাকে) :

এডভোকেট বা সলিসিটর বা দলিল মুসাবিদাকারীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

পাওয়ারদাতা বা পাওয়ারগ্রহীতার নাম ও স্বাক্ষর:

অনুলিপি .... (যে কর্মকর্তার কার্যালয়ে নোটিশটি নথিভুক্ত করা হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা) বরাবর সদয় অবগতি ও তাহার কার্যালয়ে নথিভুক্তির নিমিত্ত দাখিল করা হইল।

নোটিশ দাখিলকারীর নাম ও তারিখসহ স্বাক্ষর:

তফসিল খ

ফরম-৩

নিবন্ধিত দলিল দ্বারা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অবসান সংক্রান্ত নোটিশ

[বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

[**দ্রষ্টব্য :** এই নোটিশে নোটিশপ্রদানকারীর পাসপোর্ট আকারের সাদা পটভূমিতে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সংযুক্তক্রমে উহাতে আড়াআড়িভাবে তাহার স্বাক্ষর ও টিপ প্রদান করিতে হইবে; (২) "পরিচিতি" অর্থ রেজিস্ট্রেশন আইনের section 2 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত "addition" এর সংজ্ঞা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি।]

ক্রমিক নম্বর ... তারিখ ...

কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা :

প্রতি

(যে কর্মকর্তা বরাবরে নোটিশ দাখিল করা হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা) সমীপে-

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, নিম্নে উল্লিখিত ১নং তফসিলে বর্ণিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল দ্বারা আমি/আমরা ... ... কে আমার/আমাদের অ্যাটর্নিরূপে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম (বা আমি/আমরা ... ... অ্যাটর্নিরূপে নিযুক্ত হইয়া কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম)।

২। বর্তমানে অনিবার্য কারণে (বা সুনির্দিষ্ট কোন কারণ থাকিলে উহা উল্লেখ করিতে হইবে) উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার (বা সমর্পণ) করা আবশ্যক হওয়ায় ২নং তফসিলে বর্ণিত একখানি দলিল নিবন্ধনক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণ/আংশিকরূপে প্রত্যাহার/প্রত্যর্পনপূর্বক উল্লিখিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অবসান (বা সমাপ্তি) ঘটানো হইয়াছে। [প্রদত্ত ক্ষমতা আংশিকরূপে প্রত্যাহার করা হইলে উহার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে হইবে।]

৩। উল্লেখ্য, উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল নিবন্ধন/প্রমাণীকরণের ফলে কোন প্রকার বিরোধের উদ্ভব হয় নাই বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর ১৩ ধারা এর বিধান মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

সেমতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১৩(২) অনুযায়ী আপনার কার্যালয়ে নথিভুক্তকরণের নিমিত্ত অদ্য ... ... তারিখে উক্ত দলিলের সহিমোহরকৃত নকল সহযোগে এই নোটিশ দাখিল করা হইল।

<u>১নং তফসিল : পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বিবরণ</u>

(১) পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও পরিচিতি :

(২) পাওয়ারগ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও পরিচিতি :

(৩) যে কার্যালয়ে নিবন্ধিত বা প্রমাণীকৃত হইয়াছে উহার নাম ও ঠিকানা :

(৪) পাওয়ার অব অ্যাটর্নির নিবন্ধন বা ভুক্তি নম্বর, সন ও তারিখ :

২নং তফসিল : পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল সংক্রান্ত দলিলের বিবরণ

(১) দলিলের শিরোনাম :

(২) সম্পাদনকারীর নাম ও পরিচিতি :

(৩) যে কার্যালয়ে নিবন্ধিত হইয়াছে উহার নাম ও ঠিকানা :

(৪) নিবন্ধন নম্বর, সন ও তারিখ :

৩নং তফসিল : সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা

(১) জেলা, উপজেলা, থানা, মৌজার নাম ও জে. এল নম্বর :

(২) সি.এস; এস. এ; আর. এস; বি. এস; মহানগর জরিপ ও খারিজা (যাহা প্রযোজ্য) দাগ ও খতিয়ান নম্বর :

(৩) পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির শ্রেণি, পরিমাণ ও চৌহদ্দি :

(৪) অন্য কোন বিবরণ :

পাওয়ারদাতা/দাতাগণের বা পাওয়ারগ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও স্বাক্ষর :

এডভোকেট বা সলিসিটর বা দলিল মুসাবিদাকারীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

অনুলিপি .... (যে কর্মকর্তার কার্যালয়ে নোটিশটি নথিভুক্ত করা হইবে তাহার নাম ও ঠিকানা) বরাবর সদয় অবগতি ও তাহার কার্যালয়ে নথিভুক্তির নিমিত্ত দাখিল করা হইল।

নোটিশ দাখিলকারীর নাম ও তারিখসহ স্বাক্ষর :

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা (এ)—৭৬/২০১৫-২০১৬/(লঃ)—২৯-০৮-২০১৫—৩,০০০ বই।